উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৪ নভেম্বর ২০১৮

ভাইফোঁটা আর বাংলায় চাকরি পাওয়ার মধ্যে মিল কোথায়? দুটোতেই দিদির হাত লাগে রে পাগলা!

ভম্বল

শপথ

রবি মল্লিক

দূষণহার রোধে বিশ্বভুবন জুড়ে
চলছে কর্মশালা,
এলে কালীপূজা লুটে নিতে মজা
চোখ কানে দাও তালা।
আচমকা আওয়াজ এটাই রেওয়াজ
দীপাবলির দিনগুলো
চারিদিকে ধোঁয়া বারুদের রোয়া
বোমাবাজি করে চলো।
তুবড়ি রকেট চরকি সকেট
সাথে নাও রংমশাল,
ক্ষণিকের সুখে ঠুলিপরা চোখে
পরিবেশ করো কাঙাল।
সব জেনে বুঝে কেন সঙ সেজে
মাতছ মারণ খেলায়,
কেটে মৌনতা সচেতনতা
বাড়ছে শহর জেলায়।
দূষণ দৈত্য করলে ব্রাত্য
হতে পারো প্রেরণা,
একে একে সবে মেনে চলি তবে
সফল হবে সাধনা।
দশে এক হয়ে পাশাপাশি রয়ে
এই অঙ্গীকার করি,
ধোঁয়া বাজি ভুলে একসাথে মিলে
সুস্থ পরিবেশ গড়ি।

শব্দদানব

জহর ঘোষ

দানব শব্দটা শুনেছি গল্পে
কখনো বা বইয়ের পাতায়।
কখনো দেখেছি,
মা দুর্গাকে নির্মম হাতে
বিনাশ করতে।
দেখিনি কখনো শব্দদানব।
সে কি দানবের
চাইতেও ভয়ঙ্কর?
নিকষ অন্ধকারের অমানিশাকে
আলোয় আলোয় ভরিয়ে দিয়ে–
আনন্দ উৎসবের
আবহ তৈরি করে দীপাবলি।
তখনই আবির্ভূত হয়
এই দানব শব্দদানব।
শব্দের দাপটে ভয়ে,
আতঙ্কে কেঁপে ওঠে
বৃদ্ধ–বনিতা।
বাদ যায় না দুধের শিশু,
এমনকী পোষ্যরাও।
নাগরিক সভ্যতা রক্ষায়
কত আইন, কত কানুন, সংবিধান।
কত পুলিশ, কত পেয়াদা
উৎপত্তির উৎসস্থলের
গোপন আঁতাতে,
তারা কখনওই
খুঁজে পায় না, পাবেও না,
এই শব্দদানবকে।
তাই মা তোমাকে
আজ বড্ড প্রয়োজন।
আরও একবার উদ্দত হোক
তোমার হাতের খড়্গ
মুণ্ডমালা তোমার
ভূষিত হোক
শব্দদানব নিধনে।

দূষণ আকণ্ঠ গ্রাস করেছে পৃথিবীকে। অথচ পরিবেশ দূষণ কমানোর দিকে আমাদের হুঁশ নেই। হুস হুস করে হাউই ছেড়েই চলি আমরা। পটকা ফাটাই দেদার। বিশেষ করে কালীপুজো এলে! কবে আমাদের টনক নড়বে! আপনাদের কলমে। ২য় পর্ব

ট্যারা বাঁকা

উৎসর্গ

রক্তজবা মায়ের গলে, মুণ্ডমালাও সাথে
মায়ের পুজো হয়ে থাকে অমাবষ্যা রাতে।
ছিন্নমস্তা, রক্ষাকালী, নীল রঙেতে শ্যামাকালী
পাটকাঠিতে বর্গক্ষেত্র, মাঝখানে তার শুকনো বালি।
পতি যে তার চরণতলে, সে তো ভোলানাথ,
যখন পুজো সাঙ্গ হবে, তখন গভীর রাত।
খড়্গ হাতে রক্ষাকালী, রংটা যে তার কালো
দুইপাশে দুই পিলসুজে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালো।
কাঁসর বাজে সঙ্গে যে তার ঢাকের বাদ্য শুনি
ধুনুচিতে ধুনোর ছিটে, বাজে শঙ্খধ্বনি।
কলকেতে পুরে গাঁজা, সঙ্গে কারণ–বারি,
লালপেড়ে সাদা শাড়ি, কখনো মা দিগম্বরী।
শ্যামা মায়ের রক্তজবা, মনে পান্নালালের গীত
হাতে নিয়ে শান্তির জল, ছিটোয় পুরোহিত।
প্রাচীন কালে মায়ের পুজোয় হত নরবলি,
রূপায়েতে ডাকাতেরা খেলত রক্তহোলি।
হাঁড়িকাঠে কালো পাঁঠা চেঁচায় ভীষণ জোরে
ধারেও কাটে, ভারেও কাটে, রুধির ঝরে পড়ে।
নৈবেদ্য সহযোগে, মায়ের পূর্ণ হল সাধ,
বলি! সে তো প্রাণীহত্যা, বড়ো অপরাধ।

কালীকথায় পরিতোষ সেন

দূষণ হটাও

দূষণ তুমি দৈত্য বেশে
বেড়াও ঘুরে সারা দেশে।
আমরা তোমায় সৃজন করি
নিজের বিপদ নিজে গড়ি।
কলকারখানার বর্জ্য যত
নদীর জলে পড়ে অবিরত।
কালীপুজোর উৎসব রাতে
বাজি–পটকা আর বারুদেতে।
বয়স্কদের শ্বাসকষ্ট হয়
শব্দে শিশুর প্রাণ চমকায়।
দূষণ তোমায় হটিয়ে দেব
সকল প্রাণীর প্রাণ বাঁচাব।

ক্ষিতীশ চন্দ্র বণিক

বোতলবন্দি দূষণদৈত্য!

দূষণ আকণ্ঠ গ্রাস করেছে সারা পৃথিবীকে। এই রাজ্যের শহরগুলিও দূষণমাত্রায় ঢের ঢের এগিয়ে। অথচ পরিবেশ দূষণ কমানোর দিকে আমাদের হুঁশ নেই। হুস হুস করে হাউই ছেড়েই চলি আমরা। পটকা ফাটাই দেদার। বিশেষ করে কালীপুজো এলে! কবে আমাদের টনক নড়বে! কীভাবে দূষণদৈত্যকে বোতল বন্দি করব আমরা? লিখুন ১৫০ শব্দের মধ্যে। পাঠিয়ে দিন ৮ নভেম্বরের মধ্যে এই ঠিকানায়–**ঘেঁটে ঘ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কল–২৬, মেল** ghentegha@gmail.com (পিডিএফ–এ)